তারিখ ... 21 AUG 1992 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২

আজকের কাগজ

142

১৪ জন ছাত্রনেতার নামে কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তি জারি

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নজিরবিহীন একপেশে সিদ্ধান্ত

রাজশাহী জেলা প্রতিনিধি : গত ১৬ আগস্ট কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে এক সমাবেশ করার অভিযোগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৪ জন ছাত্রনেতার নামে কারণ দর্শাও বিজ্ঞপ্তি জারি করেন। এ ১৪ জনের মধ্যে রাকসুর প্রো-ভিপি, জিএস, এজিএসসহ রাকসুর ৬ জন কর্মকর্তা রয়েছেন। জানা গেছে, ইসলামী ছাত্র শিবিরের ৩০-৩১ জুলাই-এর হামলার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গত ১৫ আগস্ট পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সভা, সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ রেখেছিলেন। এ নিষেধাজ্ঞার মধ্যেই ইসলামী ছাত্র শিবির ব্যাপক সন্ত্রাসী তৎপরতা চালায়, এরপর গত ১৪ আগস্ট রাতে জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের দু'টি বিবদমান গ্রুপ ব্যাপক সন্ত্রাস করে এবং নিষেধাজ্ঞামূলক শ্লোগান দিয়ে মিছিল বের করে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গের অভিযোগে এ দুই সংগঠনের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। গ,ছা,ই ও ছাত্রলীগ (ম-ই) নেতৃবৃন্দ জানিয়েছেন, তাদের গত ১৬ আগস্টের সমাবেশ ছিলো পূর্ব ঘোষিত এবং প্রক্টর কর্তৃক অনুমোদিত। কিন্তু সমাবেশ শেষে তাদের জানানো হয়, কর্তৃপক্ষ ১৬ আগস্ট থেকে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আরো ১৫ দিনের জন্যে পুনরায় সভা, সমাবেশ, মিছিল নিষিদ্ধ করেছেন। তারা অভিযোগ করেন, ছাত্র শিবির ও ছাত্রদলের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা না নিয়ে ছাত্রঐক্য ও ছাত্রলীগ নেতাদের নামে কারণ দর্শাও নোটিশ জারি করে বর্তমান বিএনপি মনোনীত উপাচার্য আনিসুর রহমান উপাচার্য হিসেবে তাকে মনোনয়নের প্রতিদান দিয়েছেন। এদিকে কর্তৃপক্ষের এই নজিরবিহীন একপেশে সিদ্ধান্তে ক্যাম্পাসের সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের হতবাক করতে না করতেই গত ১৯ আগস্ট আবার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে আরো অভিনব ঘটনা ঘটেছে। ছাত্রদল সেদিন সকালে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে একটি ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করে। সভা-সমাবেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও ছাত্রদলের এ সমাবেশের ব্যাপারে কৌতূহলী হয়ে খোঁজ নিয়ে জানা গেলো, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ রাশেদ খান মেননের গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় উদ্ভূত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে গত ১৯ আগস্ট থেকে ক্যাম্পাসে সকাল সাড়ে ১০টা থেকে সাড়ে ১২টা পর্যন্ত নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। যদিও ছাত্রদলের সে সমাবেশটি বেলা ১টায় শেষ হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, ছাত্রদলের সমাবেশকে উপলক্ষ্য করেই কর্তৃপক্ষ উদ্ভূত পরিস্থিতিকে অজুহাত হিসেবে দাঁড় করিয়ে সভা, সমাবেশের ওপর কথিত নিষেধাজ্ঞা ২ ঘন্টার জন্যে শিথিল করেন। এ ব্যাপারে উপাচার্য এম আনিসুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি এর কোনো সদুত্তর দিতে পারেননি এবং বিষয়টি এড়িয়ে যান।